গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণনাকারীদের
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

আদমশুমারী—১৯৯১

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৩/২, আসাদ এ্যাভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা—১২০৭

গণনাকারীদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা নং*
উপক্রমণিকা	–
প্রথম অধ্যায়ঃ শুমারীর সাধারণ নিয়মাবলী	১–৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সংজ্ঞা	৫–৮
তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রশ্নপত্র পুরণ পদ্ধতি–খানা বিষয়ক প্রশ্ন	৯–১৪
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ব্যক্তি বিষয়ক	১৫–২০
পঞ্চম অধ্যায়ঃ টালি শিট পুরণ পদ্ধতি	২১–২২
পরিশিষ্ট–কঃ স্মরণীয় ঘটনা.....	২৩
পরিশিষ্ট–খঃ বাংলা মাস হতে ইংরেজী মাসে রূপান্তর	২৪

––

আসসালামু আলাইকুম,

আপনাদের সবাইকে এ প্রশিক্ষণ ক্লাশে স্বাগত জানাচ্ছি। "এখন আমি আপনাদের হাজিরা নেব এবং আপনাদের (গণনাকারীদের) কাকে কোন এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার চৌহদ্দি সুপারভাইজার এলাকার স্কেচ ম্যাপের সাথে সংগতি রেখে দেখাবার জন্য সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারকে অনুরোধ জানাব (একজন একজন করে প্রত্যেক সুপারভাইজারকে সকল গণনাকারীর এলাকা পরিচিতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হউন)।

উপক্রমনিকা

আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, আগামী মার্চ, ১৯৯১ মাসে বাংলাদেশে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে গত ৭-৯ই মার্চ, ১৯৮৯ মাসে প্রথম প্রি-টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম প্রিটেষ্টে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র কিছু সংশোধন করা হয়। এ সংশোধিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে গত ১১-১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে ২য় প্রি-টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রিটেষ্টসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নপত্র প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে সংশোধিত প্রশ্নপত্রটি ব্যবহার করে গত ৩-৬ই জুন, ১৯৯০ পাইলট শুমারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আদমশুমারীর সকল পদ্ধতিগত এবং ব্যবহারিক বিষয়াবলীর মহড়া প্রদান করা হয়। শুমারী বিশেষজ্ঞগণ এই পাইলট শুমারীর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে আদমশুমারীর প্রশ্নপত্রটি চূড়ান্ত করেছেন (প্রশ্নপত্রটি দেখান)। পাইলট শুমারীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ফিল্ড ম্যানুয়াল এবং সরবরাহ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ শুমারী কার্যসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

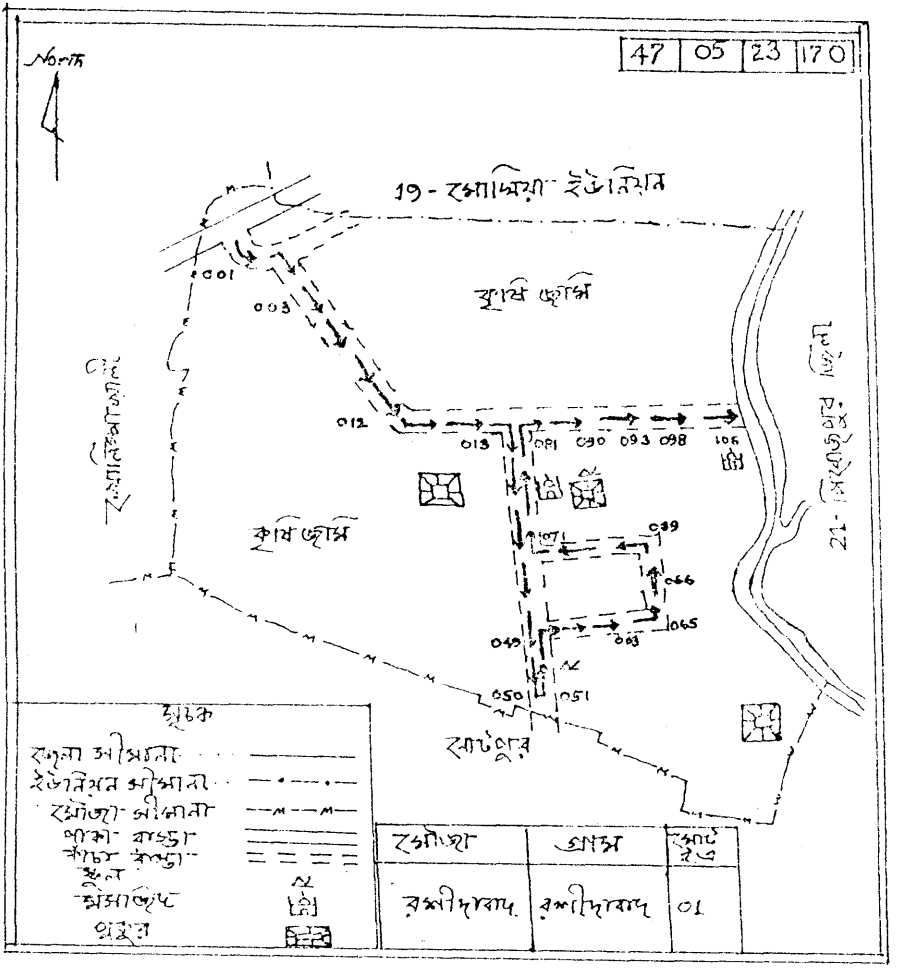

170 - রশীদাবাদ মৌজা
23 - ইসলামাবাদ ইউনিয়ন
05 - কচুয়া উপজেলা
47 - বাগের হাট জেলা
স্কেল: ৮" = ১ মাইল

উপরের চিত্রটি ভালভাবে লক্ষ্য করুন এবং গণনার সময় অবশ্যই তীর চিহ্নিত দিকের ন্যায় ঘুরে ঘুরে গণনার কাজ সম্পাদন করুন।

প্রথম অধ্যায়
শুমারীর সাধারণ নিয়মাবলী

১। দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। আজ ভারবাটিম ম্যানুয়াল অনুকরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক একটি অধ্যায় সমাপ্ত হবার পর মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হবে। সন্দেহ নিরসনের জন্য উক্ত আলোচনায় আপনারা নিঃসংকোচে অংশগ্রহণ করবেন। আজ বিকেলে ফিল্ড ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আপনাদের প্রত্যেককে ৪টি করে খানা গণনা করতে হবে। গণনা শেষে প্রশ্নপত্রের ডিম্বাকৃতি ঘর পূরণ করে প্রশিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। আগামীকাল সকালে পুরণকৃত প্রশ্নপত্রের উপর পর্যালোচনা এবং মক (Mock) প্রশিক্ষণ (গণনাকারী ও উত্তরদাতার ভূমিকায় অভিনয়) অনুষ্ঠিত হবে। সুপারভাইজারগণ ১১ই মার্চ, ১৯৯১ ইং তারিখ অবশ্যই আপনাদের পাশাপাশি সকল গণনাকারীকে একত্রে গণনা এলাকার সীমানা চিনিয়ে দেবেন এবং ভাসমান লোক গণনার প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণ শেষে মালপত্র বিতরণ করা হবে।

২। সঠিক গণনা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে আপনার গণনা এলাকার একটি ম্যাপও সরবরাহ করা হয়েছে (নমুনা দেখান)। আপনি অবগত আছেন যে, শুমারীতে কোন খানা দু'বার গণনা করা যাবে না, তেমনি কোন খানা গণনা হতে বাদও দেয়া যাবে না। একটি গ্রাম/মহল্লার কোথায় কি আছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চেয়ে অধিকতর জানেন। গণনাকালের মধ্যে সকল খানা শুধু একবার সঠিকভাবে গণনার স্বার্থে আপনার গণনা এলাকার এ ম্যাপটি তৈরী করা হয়েছে। অতএব, অবশ্যই সরবরাহকৃত ম্যাপ ব্যবহার করে আপনার গণনা এলাকার উত্তর–পশ্চিম কোন থেকে গণনা শুরু করবেন এবং সর্পিল পদ্ধতিতে হাতের ডান দিকে ঘুরে ঘুরে গণনার কাজ সমাপ্ত করবেন। প্রথম খানাটির খানা প্রধানের দরজায় লাম্বার চকের মাধ্যমে '০০১' (নমুনা একে দেখান), অতঃপর দ্বিতীয় খানা প্রধানের দরজায় '০০২' "খানার ক্রমিক নম্বর" লিখুন এবং সরবরাহকৃত ওএমআর (OMR) পেন্সিল দ্বারা প্রশ্নপত্রে খানার ক্রমিক নম্বরের জন্য সংরক্ষিত স্থানে একই নম্বর লিপিবদ্ধ করুন। গণনার পদ্ধতি চিত্রাকারে পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রদান করা হয়েছে।

৩। কেবলমাত্র সরবরাহকৃত ওএমআর (OMR) পেন্সিল দিয়ে প্রশ্নপত্র পূরণ করুন। কোন অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র ছিদ্র, ময়লা, ভাজ, ছেঁড়া অথবা ভেজানো যাবে না।

প্রশ্নপত্রে অধিকাংশ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেয়া আছে (প্রশ্নপত্র দেখান)। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করে প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘরটিতে মার্কা দিন (নমুনা বোর্ডে একে দেখান)। মার্কা দেয়ার সময় অবশ্যই সরবরাহকৃত ওএমআর (OMR) পেন্সিলের শীর্ষ চক্রাকারে ঘুরিয়ে ডিম্বটি ঘন ও কাল করে দিন। লক্ষ্য রাখবেন যেন কোন অবস্থাতেই পেন্সিলের দাগ প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘরের বাইরে না যায় এবং ঘরটি ছিদ্র না হয়। (ডিম্বাকৃতি ঘরে কিভাবে মার্কা দিতে হয় তা দেখিয়ে দিন)।

৪। গণনা শুরুর আগের দিন বিকেলের মধ্যেই যে সকল জায়গাতে ভাসমান লোক থাকে সেই সকল জায়গাগুলি চিহ্নিত করুন এবং ১১ই মার্চ দিবাগত রাত ১২টা হতে ভোর ৫টার মধ্যে সেই জায়গা সমূহে যেয়ে তাদের গণনা করুন। গণনায় রেলষ্টেশন, লঞ্চঘাট, ষ্টেডিয়াম, মাজার, রাস্তা, সিঁড়ির নীচ ইত্যাদি স্থানে অবস্থানরত ভাসমান লোকজন অন্তর্ভুক্ত হবেন। হাসপাতাল–ক্লিনিক, আবাসিক হোটেল, ডাক–বাংলা ইত্যাদি স্থানে অবস্থানরত অস্থায়ী লোকদেরকেও শুমারী রাত্রিতে গণনা করতে হবে। তাদের গণনাকালে প্রয়োজনে ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাহায্য নিন।

৫। বিনয়ের সাথে খানা প্রধান অথবা খানার কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নপত্র পূরণ করুন (উত্তরদাতা পুরুষ বা মহিলা হতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ অথবা যুবকও হতে পারেন)।

৬। শুমারী রাত্রিতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরারত এবং গহীন বনে মধু, কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহে জড়িত লোকদের তথ্য সংশ্লিষ্ট চেক পয়েন্ট হতে সংগ্রহ করতে হবে।

৭। প্রশ্নপত্রের বই দুই ধরনের আছে– একটি ১০০ পাতার এবং অপরটি ৪০ পাতার। প্রথমে ১০০ পাতার বই দিয়ে গণনা শুরু করুন। গণনা করতে করতে ১০০ পাতার বই শেষ হয়ে গেলে সুপারভাইজারের নিকট হতে ৪০ পাতার একটি বই সংগ্রহ করে অবশিষ্ট খানাগুলোর গণনা সম্পন্ন করুন। লক্ষ্য রাখবেন যেন একটি খানাও গণনা থেকে বাদ না পড়ে।

৮। ডি–ফেক্টো পদ্ধতি (গণনা রাত্রিতে যে যেখানে ছিলেন সেখানে গণনাভূক্ত করা) অনুসরণ করে ১১ই মার্চ দিবাগত রাতে এই খানায় রাত্রি যাপনকারী সকলকে গণনার অন্তর্ভূক্ত করুন।

৯। গণনার শেষ দিন পুংখানুপুংখরূপে খোঁজ করে নিশ্চিত হতে হবে যাতে কোন খানা অথবা কোন ব্যক্তি দু'বার গণনার অন্তর্ভূক্ত না হয় অথবা কেউ গণনা থেকে বাদ নাপড়ে।

১০। প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে আপনারা সঠিক ধারনা পেয়েছেন কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করব (কাউকে উদ্দেশ্য করে) আপনি বলুনঃ

(ক) গণনা কোথা থেকে শুরু করবেন এবং কিভাবে শেষ করবেন?
(খ) ভাসমান লোক কোথায় কোথায় থাকতে পারে?
(গ) কে কে উত্তরদাতা হতে পারবেনা?

১১। এখনও এ অধ্যায়ের উপর আপনাদের কোন সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন।

১২। ইহা কি উপজাতীয় খানা? রাংগামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য জেলাসমূহে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, বেম, খুশী, উচাই, চাক, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও খিয়াং গোত্রভূক্ত লোকজন উপজাতীয় হিসেবে পরিচিত। তাছাড়া ময়মনসিংহ, জামালপুর, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলের উপরোক্ত গোত্রগুলো ছাড়া গারো, হাজং, ডালু, রাজবংশী, হাদি, সাঁওতাল, কোচ ইত্যাদি গোত্রভূক্ত লোকজনকেও উপজাতীয় হিসেবে গণ্য করতে হবে। শহর এলাকাতেও উপজাতীয় লোকদেরকে দেখা যায়। অধিকাংশ সময় চেহারার আকৃতি এবং ভাষার উচ্চারণ শুনে খানাটি উপজাতীয় কিনা বুঝা যায়। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় প্রশ্ন করুন, ইহা কি উপজাতীয় খানা?' উত্তর "হ্যাঁ" হলে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং ফরম আশু–১ক ' তে উপজাতীয় খানাটির গোত্র লিপিবদ্ধ করুন। উত্তর 'না' হলে ② ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

আলোচনাঃ আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, এ নাগাদ আমরা ১টি ঠিকানা সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র গৃহসংক্রান্ত তিনটি এবং খানা সংক্রান্ত সাতটি প্রশ্ন আলোচনা করেছি। গৃহসংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে খানার প্রধান ঘরের দেয়াল/বেড়ার উপকরণ, ছাদ/চালের উপকরণ এবং বাসস্থানের মালিকানা। খানা সংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে খানার প্রকার,

খাবার পানি সরবরাহ, পায়খানার সুবিধা, বিদ্যুৎ সংযোগ, নিজস্ব কৃষিজমি, খানার আয়ের প্রধান উৎস এবং ইহা কি উপজাতীয় খানা? (প্রশিক্ষণার্থীদের চেহারা এবং অংশগ্রহণ থেকে কেহ বুঝতে পারছেন না বলে প্রতীয়মান হলে তাকে প্রশ্ন করুন এবং পুনরায় বিষদভাবে স্থানীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করুন)।

এখানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল। পূর্বের ন্যায় কাউকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করুন–

(ক) ভাসমান লোক গণনার জন্য কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন?

(খ) খানার ক্রমিক নং ১০৩ হলে কোন লাইনের কোন ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দেবেন?

(গ) উপজাতীয় খানা হিসাবে কাদেরকে গুণতে হবে?

(ঘ) ধরুন, একটি খানায় খানা প্রধান তাঁতের কাজ করে বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা পান এবং মেঝে ছেলে রিক্সা চালিয়ে একই সময়ের জন্য পান ৮,০০০ টাকা। এই খানার আয়ের প্রধান উৎস কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংজ্ঞা সমূহ

১। **শুমারীমুহূর্তঃ** আগামী ১১ই মার্চ সোমবার দিবাগত রাত ১২ ঘটিকাকে শুমারী মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২। **শুমারী রাত্রিঃ** শুমারী মুহূর্ত থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সময়কে শুমারী রাত্রি হিসেবে গণ্য করতে হবে। শুমারী রাত্রিতে সকল ভাসমান লোক গণনা করতে হবে। এই রাত্রিতে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আবাসিক হোটেল, হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী লোকদেরকেও গণনা করতে হবে।

৩। **রেফারেন্স পিরিয়ডঃ** পেশার জন্য শুমারী মুহূর্তের আগের ১ মাস, খানার আয়ের উৎসের জন্য শুমারী মুহূর্তের আগের এক বৎসর এবং অন্যান্য সকল ভেরিয়েবল এর জন্য শুমারী রাত্রিকে রেফারেন্স পিরিয়ড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

(ক) ***সাধারণতঃ*** শুমারী রাত্রি।
(খ) ***প্রধান কাজঃ*** এক মাস (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১১৯১ হতে ১১ই মার্চ, ১৯৯১)
(গ) ***খানার আয়ের উৎসঃ*** এক বৎসর (১২ই মার্চ , ১১৯০ হতে ১১ই মার্চ, ১৯৯১)

৪। **শুমারী কালঃ** লোক গণনার জন্য যে দিনগুলি নির্ধারণ করা হয়, তাদেরকে শুমারী কাল বলা হয়। [redacted] শুমারীর জন্য ১২-১৫ই মার্চ, ১৯৯১ রোজ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার শুমারী কাল হিসেবে গণ্য করা হবে।

৫। **ডি-ফেক্টোপদ্ধতিঃ** (শুমারী রাত্রিতে যে যেখানে ছিলেন সেখানে গণনাভূক্ত করা) ডি-ফেক্টো পদ্ধতি অনুযায়ী শুমারী রাত্রিতে যাঁরা একই খানায় রাত্রি যাপন করেছেন এবং একই পাকে খেয়েছেন তাদের সবাইকে খানার সদস্য হিসেবে গণনা করতে হবে। খানার কোন স্থায়ী সদস্য যদি শুমারী রাত্রে খানায় উপস্থিত না থাকেন তবে তিনি যে খানায় শুমারী রাত্রি যাপন করেছেন সেই খানায় গণনাভূক্ত হবেন। যদি কোন ব্যক্তি শুমারী মুহূর্তের আগে ইন্তেকাল করেন তা'হলে তিনি শুমারীর

অন্তর্ভূক্ত হবেন না। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশুর জন্ম শুমারী রাত্রির পরে ঘটে তা'হলে তাকে শুমারীতে অর্ন্তভূক্ত করা যাবে না।

৬। **ভাসমানঃ** যাঁরা শুমারী রাত্রিতে রেল ষ্টেশন, মাজার, মসজিদ, নৌকা, লঞ্চ, সিঁড়ির নীচে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁদেরকে ভাসমান বলে গণ্য করতে হবে। ভাসমান লোকদের শুমারী রাত্রিতেই গণনা করতে হবে।

৭। **খানাঃ** এক বা একাধিক ব্যক্তি যাঁরা শুমারী রাত্রিতে এক পাকে খেয়েছেন এবং একই বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁদের সমন্বয়ে একটি খানা গঠিত। তবে যেখানেই আহার করুক, কোন ব্যক্তি শুমারীর রাত্রে যে খানায় রাত্রি যাপন করবেন গণনার উদ্দেশ্যে তাঁকে সেখানকার সদস্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। একই বাড়ীতে/ঘরে এক বা একাধিক খানা থাকতে পারে। এ সকল প্রত্যেকটি খানা আলাদাভাবে গণনা করতে হবে। খানা সদস্যরা পরস্পরের সাথে রক্তের বা আইনসংগতভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারেন অথবা অনাত্মীয় এমনকি অন্য ধর্মাবলম্বীও হতে পারেন। খানাকে নিম্নলিখিত ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) ***সাধারণ খানাঃ*** যে সকল খানা কেবলমাত্র বসবাস ও আহারের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলে। "সাধারণ খানা" হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(খ) ***প্রাতিষ্ঠানিক খানাঃ*** হোষ্টেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, জেলখানা, ব্যারাক, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক খানা হিসেবে গণ্য করে যে সকল লোক শুমারী রাত্রিতে এ সকল স্থানে বসবাস করেছেন তাঁদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক খানার সদস্য হিসেবে গণনার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অবস্থানরত অস্থায়ী লোকদেরকে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় শুমারী রাত্রিতেই গুণতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক খানায় কর্তব্যরত যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁর কোয়াটারে সাধারণ খানার সদস্য হিসেবে গুণতে হবে। তেমনি হোষ্টেলের সুপারকে তাঁর কোয়ার্টারে (যদি থাকে), জেলখানার কর্মচারীদের তাঁদের কোয়ার্টারে সাধারণ খানা হিসেবে গুণতে হবে। কিন্তু হোষ্টেলের ছাত্র/ছাত্রী/নার্স, জেলের কয়েদী, হাসপাতালের রোগী ইত্যাদিকে প্রাতিষ্ঠানিক খানার সদস্য হিসেবে গণনা করতে হবে।

(গ) ***অন্যান্য খানাঃ*** সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক খানা ছাড়া বাকী সবই অন্যান্য খানা। অফিস-আদালত, আবাসিক হোটেল এবং ধর্মীয়, শিক্ষা, ব্যবসা-শিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেরপাহারাদার/রাত্রি যাপনকারী ও মেসের অধিবাসীরা এ প্রক ার খানার সদস্য হিসেবে গণনার অন্তর্ভূক্ত হবেন। আবাসিক হোটেলে কর্মরত নয় কিন্তু অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী লোকদেরকে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় শুমারী রাত্রিতে গুণতে হবে।

৮। **কাকে কোথায় গুনতে হবে যাচাই করুন ঃ-**

(ক) শুমারী রাত্রিতে একজন ছাত্র তার নিজের বাড়ীতে না থেকে হোষ্টেলে থাকলে তাকে হোষ্টেলে গুণতে হবে, নিজের বাড়ীতে নয় (প্রাতিষ্ঠানিক খানা)।

(খ) একজন জেল কয়েদীকে জেলখানায় গুণতে হবে, তার নিজের বাড়ীতে নয় (প্রাতিষ্ঠানিক খানা)।

(গ) একজন বিবাহিতা কন্যা তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে শুমারী রাত্রিতে পিতার বাড়ীতে থাকলে তাকে ও তার সন্তানদেরকে পিতার বাড়ীতে গুণতে হবে, স্বামীর বাড়ীতে নয় (সাধারণ খানা)।

(ঘ) একজন নববধু পিতার বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী প্রত্যাবর্তন করলে তাকে শ্বশুরবাড়ীতে গুণতে হবে, পিতার বাড়ীতে নয়। অনুরূপভাবে বর পিতার বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে রাত্রি যাপন করলে তাকে শ্বশুর বাড়ীতে গণনা করতে হবে, পিতার বাড়ীতে নয় (সাধারণ খানা)।

(ঙ) একজন রোগী শুমারী রাত্রিতে হাসপাতালে থাকলে তাকে হাসপাতালে গুণতে হবে, তার নিজের বাড়ীতে নয়। ডাক্তার বা নার্স হাসপাতালের কাজে শুমারী রাত্রিতে হাসপাতালে থাকলে তাদেরকে হাসপাতালে গণনা করা যাবে না। তাদেরকে নিজস্ব খানায় গুণতে হবে (সাধারণ খানা)। একইভাবে নৈশ কর্তব্যে নিয়োজিত লোকদেরকেও তাদের নিজস্ব খানায় গুণতে হবে।

(চ) শুমারী রাত্রিতে যারা অস্থায়ীভাবে আবাসিক হোটেলে ছিলেন, তাদেরকে হোটেলেই গুণতে হবে। হোটেলের যে সমস্ত কর্মচারী হোটেলে কাজ করেন এবং হোটেলেই থাকেন তাদেরকে হোটেলেই গুণতে হবে (অন্যান্য খানা)।

(ছ) একজন লোক যদি শহরে কাজ করেন ও শহরেই মেসে থাকেন কিন্তু তার পরিবার গ্রামে থাকেন তাহলে তাকে শহরের মেসে গণনা করতে হবে, গ্রামে নয় (অন্যান্য খানা)। তার পরিবারকে গ্রামে গণনা করতে হবে (সাধারণ খানা)।

(জ) কোন লোক যদি চাকুরী উপলক্ষে দেশের বাইরে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন এবং শুমারী রাত্রিতে দেশে না থাকেন তাহলে তাকে গণনা করবেন না।

(ঝ) একজন ভিক্ষুক বা ভবঘুরেকে শুমারী রাত্রিতে গণনা এলাকায় পাওয়া গেলে তাকে ভাসমান হিসেবে গণনা করতে হবে (ভাসমান)।

(ঞ) শুমারী রাতে যেসমস্ত চৌকিদার/গার্ডকে সরকারী বা বেসরকারী বিল্ডিং এ পাহারা দেন এবং সেখানে খাওয়া–দাওয়া করেন তাদেরকে ঐ বিল্ডিং এর বাসিন্দা হিসেবে গণনা করতে হবে (অন্যান্য খানা)। কিন্তু যদি সে সমস্ত চৌকিদার ও গার্ড কর্তব্য শেষে অন্যস্থানে অবস্থিত নিজস্ব খানায় চলে যান তাদেরকে নিজস্ব খানায় গুণতেহবে।

৯। **দ্বিতীয় অধ্যায়** সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেয়েছেন কিনা তা জানার জন্য আমি এখন কয়েকজনকে প্রশ্ন করব .... (কাউকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করুন) আপনি বলুন –

(ক) গণনা মূহূর্ত ও গণনা রাত্রির মধ্যে পার্থক্য কি?
(খ) এ শুমারীতে কত প্রকার রেফারেন্স পিরিয়ড ব্যবহার করতে হবে?
(গ) ডি–ফেক্টো পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়?
(ঘ) খানা কত প্রকার এবং কি কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপর কারো কোন সন্দেহ থাকলে এখন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। (প্রশ্নের উত্তর সহজ ও সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিন)।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি

(ক) খানা বিষয়ক প্রশ্ন

১। **ঠিকানাঃ** এ জায়গায় খানার সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লিখুন। ঠিকানায় বাড়ীর নাম /নং– এবং রাস্তা, পাড়ার নাম উল্লেখ করুন। ভাসমান লোকের জন্য শুধু স্থানের নাম উল্লেখ করুন। যেমন–কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন, হাইকোর্ট মাজার ইত্যাদি।

ভাসমানঃ আপনার গণনা এলাকায় কোন ভাসমান লোক আছে কিনা তা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করুন এবং ১১ই মার্চ সোমবার রাত ১২টা হতে শুরু করে ভোর ৫টার মধ্যে তাদের সবাইকে গুণে ফেলুন। ভাসমান লোক গণনার জন্য একই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করুন এবং "ভাসমান লোক কি? " বরাবর "হাঁ" ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন, ঠিকানা বরাবর খালি জায়গায় উক্ত স্থানগুলির নাম এবং খানার ক্রমিক নং বরাবর ৯৯৯ লিখুন। ভাসমান লোকদের জন্য প্রশ্নপত্রের প্রথম অংশের অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে দ্বিতীয় অংশের নাম, বয়স, লিংগ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ, পাশের ক্ষেত্র, শিক্ষালয়ে যান কি?, চিঠি লিখতে পারেন কি?, প্রধান কাজের ক্ষেত্র, কাজের মর্যাদা এবং জাতীয়তা সংক্রান্ত তথ্য নীচের নির্দেশানুসারে লিপিবদ্ধ করুন। লোক সংখ্যা ১১ জনের অধিক হলে পরের প্রশ্নপত্রে ক্রমিক নং সংশোধন করে লিখুন এবং "পূর্ববর্তী খানার অংশ কি?" ঘরে মার্কা দিন। উদাহরণস্বরূপ, ক্রমিক নং বার হলে"১২", একুশ হলে "২১" ইত্যাদি লিখুন।

পূর্ববর্তী খানার অংশঃ কোন খানার সদস্য সংখ্যা ১১ এর অধিক হলে পরবর্তী প্রশ্নপত্রে "পূর্ববর্তী খানার অংশ কি?" বরাবর "হাঁ" ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং ক্রমিক নম্বর সংশোধন করে সঠিক ক্রমিক নম্বরটি লিখুন। খানার সদস্য সংখ্যা ১১ জন বা তার কম হলে এই ঘরে মার্কা দেবেন না। খানার সদস্য সংখ্যা ১১ এর অধিক হলে পরের প্রশ্নপত্রের খানার ক্রমিক নম্বরের নীচে একই নম্বর পুনরায় লিপিবদ্ধ করুন এবং নির্ধারিত ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। এ ক্ষেত্রে পরের প্রশ্নপত্রের প্রথম অংশের বাকী প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা না করে সরাসরি ২য় অংশের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

২। **খানার ক্রমিক নম্বরঃ** আপনার গণনা এলাকায় সকল খানা সনাক্ত করার জন্য প্রত্যেক খানায় একটি তিন অংক বিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর দিন। গণনা এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণের খানাটির ক্রমিক নম্বর হবে '০০১' । অতঃপর সর্পিল পদ্ধতিতে হাতের ডান দিকের খানাগুলোকে পর পর '০০২', '০০৩' ইত্যাদি ক্রমিক নম্বরে লিপিবদ্ধ করুন এবং নীচের ডান পাশের ডিম্বাকৃতি ঘরে উপরের লাইনে শতক, মধ্যের লাইনে দশক এবং নীচের লাইনে একক ঘরে মার্কা দিন। যেমন-খানা নং '০১২' এর জন্য নিম্নরূপভাবে মার্কা দিন।

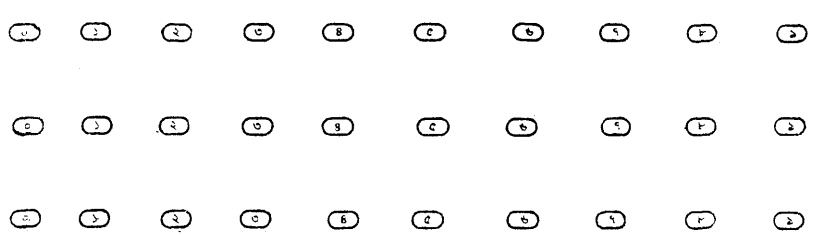

খানার একই নম্বর লাম্বার চকের মাধ্যমে খানা প্রধান যে গৃহে থাকেন সেই গৃহের প্রধান দরজায় স্পষ্ট করে লিখুন। কোন ভবনে একাধিক খানা থাকলে ভবনটির সদর দরজায় লাম্বার চক দিয়ে খানার ক্রমিক নম্বরগুলি পুঞ্জ সংখ্যায় লিখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ভবনে ক্রমিক নং ০৪৫ হতে শুরু করে ০৪৯ পর্যন্ত মোট ৫টি খানা থাকলে সদর দরজায় ০৪৫-০৪৯ লিখুন।

৩। **খানার প্রকারঃ** খানাটি প্রধানতঃ বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হলে "সাধারণ খানা" হিসেবে গণ্য করুন এবং ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। জেলখানা, হোস্টেল, এতিমখানা, ব্যারাক ও হাসপাতাল হলে "প্রাতিষ্ঠানিক খানা" হিসেবে গণ্য করুন এবং ② ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। অন্যথায় "অন্যান্য খানার" জন্য ③ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। এই প্রশ্নটি উত্তরদাতাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে নিজে দেখে সঠিক উত্তরটি লিপিবদ্ধ করুন।

খানার প্রধান ঘরের তথ্যঃ

৪। **দেয়াল / বেড়ার উপকরণঃ** খানার প্রধান ঘর চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে উত্তরদাতার সহিত পরামর্শ করুন। তাকে প্রশ্ন করে বিব্রত না করে

খানার প্রধান গৃহের দেয়াল / বেড়ার উপকরণ কি তা দেখে নীচের যে কোন একটি ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। খানাটি একাধিক ঘরে অবস্থিত হলে অধিকতর মূল্যবান গৃহের দেয়ালের উপকরণের জন্য প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। দেয়ালের উপকরণ প্রধানতঃ খড়/বাঁশ/খড়ি হলে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন, মাটি/কাঁচা ইট হলে ② ঘরে মার্কা দিন, টিন হলে ③ ঘরে মার্কা দিন, কাঠ হলে ④ ঘরে মার্কা দিন এবং সিমেন্ট/ইট হলে ⑤ ঘরে মার্কা দিন।

৫। ছাদ/চালের উপকরণঃ অনুরূপভাবে একই গৃহের ছাদ/চালের উপকরণ সংক্রান্ত তথ্যের জন্যও উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। যে গৃহটির দেয়ালের উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন ঠিক একই গৃহের ছাদ/চালের উপকরণ স্বচক্ষে দেখে নীচের যে কোন একটি ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। ছাদ তৈরীর উপকরণ প্রধানতঃ খড়, বাঁশ, খড়ি অথবা পলিথিন হলে ① ঘরে মার্কা দিন, টালি অথবা টিনের হলে ② ঘরে মার্কা দিন এবং সিমেন্ট ও কংক্রিটের হলে ③ .ঘরে মার্কাদিন।

৬। **বাসস্থানের মালিকানাঃ** উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করুন "এই বাসস্থানটির মালিক গণনাভূক্ত খানা সদস্যদের কেউ?" প্রশ্নটির উত্তর "হাঁ" হলে নিজস্বের নীচে ① ঘরে মার্কা দিন। উত্তর যদি "না" হয় তবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন "আপনারা কি এ বাসস্থানের জন্য কোন ভাড়া দেন?" উত্তর "হাঁ" হলে ভাড়ার নীচে ② ঘরে মার্কা দিন এবং "না" হলে বিনা ভাড়ার নীচে ③ ঘরে মার্কা দিন।

৭। **খাবার পানি সরবরাহঃ** উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করুন " আপনাদের খাবার পানি কোথা থেকে সংগ্রহ করেন?" উত্তর প্রযোজ্য একটি ঘরে লিপিবদ্ধ করুন। ট্যাংকের পানি নল অথবা ট্যাপের মাধ্যমে সরবরাহ হলে ① ঘরে, টিউবওয়েল হলে ② ঘরে, কুয়া/ইঁদারা হলে ③ ঘরে, পুকুর হলে ④ ঘরে এবং নদী/খাল হলে ⑤ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

৮। **পায়খানার সুবিধাঃ** উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন "আপনাদের সেনিটারী পায়খানা আছে কি?" সেনিটারী পায়খানার অর্থ বুঝতে পারছে না মনে হলে বুঝিয়ে বলুন, "যে সমস্ত পায়খানার মলমূত্র মাটির গভীরে অথবা নর্দমার মাধ্যমে দুরে নিপতিত হয় এবং যা পরিবেশকে দূষিত করে না এবং মানুষ-পশু-পাখীর সংশ্রবে আসতে পারে

পারে না সেগুলোই "সেনিটারী পায়খানা"। উত্তর "হাঁ" হলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং "না" হলে পুনরায় প্রশ্ন করুন আপনাদের অন্য কোন পায়খানা আছে কি? উত্তর "হাঁ" হলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং "না" হলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

৯। **বিদ্যুৎ সংযোগঃ** বিদ্যুৎ সংযোগ চোখে দেখা গেলে অথবা এলাকাতে বিদ্যুৎ না থাকলে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা না করে নিজেই পূরণ করুন। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে এবং চোখে দেখে বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করুন "এ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি?" বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে এবং না থাকলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

১০। **নিজস্ব কৃষি জমিঃ** খানার সদস্যদের নিজস্ব কৃষি জমি আছে কিনা প্রশ্ন করুন। বসত বাড়ী ছাড়া আপনাদের খানার কোন সদস্যের নিজস্ব কৃষি জমি আছে কি? "নিজস্ব কৃষি জমি" থাকলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে এবং না থাকলে ⊙ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। শুমারী রাত্রে হঠাৎ করে কোন আত্মীয় বা মেহমান আসলে এবং এই খানায় গণনার অন্তর্ভূক্ত হলে তার নিজস্ব জমিজমা এই খানায় লিপিবদ্ধ করবেননা।

১১। **খানার আয়ের প্রধান উৎসঃ** খানার সকল সদস্য মিলে আয়ের একাধিক উৎসও থাকতে পারে। নিয়মিত আয়ের দিক বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিত ১৯টি উৎসের মধ্যে যেটি হতে বাৎসরিক সবচেয়ে বেশী আয় হয় সেটিতে মার্কা দিন। উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন গত এক বৎসরের হিসেবে "আপনাদের খানার বেশী আয়-উপার্জন কোথা থেকে হয়েছে?" উত্তরদাতা একাধিক উৎসের কথা উল্লেখ করলে পুনরায় প্রশ্ন করুন, "উল্লেখিত উৎসগুলির মধ্যে কোনটি হতে সবচেয়ে বেশী আয় হয়েছে?" উত্তরটির জন্য প্রযোজ্য একটি ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

⊙	নিজস্ব কৃষি জমি / বর্গা	– নিজের জমি-জমা অথবা বর্গা চাষ হতে খানার অধিকাংশ আয় হয়।
⊙	পশুপালন	– গবাদী পশু ও হাঁস মুরগী পালন হতে আয় হয়।

৫	বন	–	বন সম্পদ আহরণ, যথা মধু, কাঠ, বাঁশ, বেত, গোলপাতা, মোম ইত্যাদি হতে আয় হয়।
৬	জেলে	–	মাছ ধরা, মাছ বিক্রী হতে আয় হয়।
৭	মৎস্য চাষ	–	বানিজ্যিক ভিত্তিতে পোনা চাষ ও মৎস্য খামার হতে আয় হয়।
৮	কৃষি মজুর	–	অন্যের জমিতে অথবা খামারে কাজের বিনিময়ে আয় হয়।
৯	অকৃষি মজুর	–	কৃষি কাজ বাদে অন্যান্য মজুরী হতে আয় হয়।
১০	তাঁত	–	তাঁত শিল্প হতে আয় হয়।
১১	শিল্প	–	অন্যান্য কুটির শিল্প, ভারী শিল্প এবং কারখানা হতে আয় হয়।
১২	ব্যবসা	–	দোকান–পাট, ব্যবসা–বাণিজ্য হতে আয় হয়।
১৩	ফেরিওয়ালা	–	স্থায়ী দোকান নাই কিন্তু ফেরী করে দ্রব্যাদি বিক্রি করে আয় হয়।
১৪	পরিবহন–অযান্ত্রিক	–	রিক্সা, গরুগাড়ী, নৌকা, ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি হতে আয় হয়।
১৫	পরিবহন–যান্ত্রিক	–	বাস, মিনিবাস, মোটরযান, স্কুটার, লঞ্চ/ষ্টীমার, ইঞ্জিন চালিত নৌকা হতে আয় হয়।
১৬	নির্মাণ কাজ	–	রাস্তা–ঘাট, বাড়ী–ঘর, পুল ইত্যাদি নির্মাণ/ঠিকাদারী হতে আয় হয়।

৩৫	ধর্মীয় কাজ	–	ইমাম, মোয়াজ্জিন, পুরোহিত, পাদ্রী, ভিক্ষু, মিলাদমাহফিল, পুজা–পার্বণ ইত্যাদি হতে আয় হয়।
৩৬	চাকুরী	–	বিভিন্ন সরকারী, আধা–সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী হতে আয় হয়।
৩৭	ভাড়া / রেমিটেন্সেস	–	বাড়ী, গাড়ী, দোকান, ইত্যাদি ভাড়া ও বিদেশ থেকে পাঠান টাকা হতে আয় হয়।
৩৮	অন্যান্য সেবা	–	নাপিত, মিস্ত্রী, মুচি, উকিল, ডাক্তার (স্বনিয়োজিত) সেবা প্রদান হতে আয় হয়।
৩৯	অন্যান্য	–	ভিক্ষাবৃত্তি, দান–খয়রাত ইত্যাদি হতে আয় হয়।

চতুর্থ অধ্যায়
ব্যক্তি বিষয়ক প্রশ্ন

১৩/১৪ঃ **নাম ও বয়সঃ** শুমারী রাত্রিতে যারা এই খানায় রাত্রি যাপন করেছেন তাদের নাম এবং নামের পাশে "বয়স" এর নীচে খালি যায়গায় বয়স পূর্ণ বৎসরে লিখুন। অবশ্যই প্রথমে খানা প্রধান এবং তারপর স্ত্রী/স্বামী এবং পরে বয়সের উর্ধক্রমানুসারে সন্তান (সর্ব কনিষ্ঠ হতে শুরু করে জ্যেষ্ঠের দিকে), অন্যান্য আত্মীয় ও অন্যান্য অনাত্মীয়ের (কাজের লোকসহ) নাম ও বয়স সঠিকভাবে জেনে লিখতে হবে। বয়স অবশ্যই পূর্ণ বছরে দুই অংকে লিখতে হবে। যেমনঃ– এক বৎসর হলে '০১' এক বৎসরের কম হলে '০০' ইত্যাদি। বয়স যদি উত্তরদাতার জানা না থাকে তাহলে পরিশিষ্ট 'ক' তে উল্লেখিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করিয়ে প্রশ্ন করুন। ঘটনাটির কত বৎসর আগে বা পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন? কেউ কেউ হয়তো জন্ম তারিখ বাংলা মাসে বলতে পারেন। বাংলা মাসকে ইংরেজীতে রুপান্তর করার জন্য পরিশিষ্ট 'খ' তে সংযোজিত দিনপঞ্জীটি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন কোন অবস্থাতেই বয়স আন্দাজ করে লেখা চলবে না। তাই সঠিক বয়স জানতে পেরেছেন কিনা তা নীচের তথ্য থেকে যাচাই করুন।

(ক) মাতা ও সন্তানের বয়সের পার্থক্যঃ সাধারণতঃ ১৫ বৎসরের কম হবে না এবং পিতা ও সন্তানের বয়সের পার্থক্য ১৮ বৎসরের কম হবে না।

(খ) একই মায়ের পর পর দুই সন্তানের বয়সের (জমজ ছাড়া) পার্থক্য এক বৎসরের কম হবে না এবং সাধারণতঃ ৩০ বৎসরের অধিক হবে না।

আসল বয়স সার্টিফিকেট অথবা অন্য কোন ডকুমেন্টে উল্লেখিত বয়স হতে ভিন্ন হলে আসল বয়সটি লিপিবদ্ধ করুন। বয়স ১০০ বৎসর বা তার অধিক হলে বয়সের বাক্সের মধ্যে আসল বয়সটি লিখুন এবং কোড করার সময় '৯৯' ঘরে মার্কা দিন। নাম ও বয়স লেখা শেষ হলে খানা প্রধান ও অন্যান্যদের ডান দিকের অন্যান্য তথ্য পর পর পূরণ করুন এবং অবসর সময়ে বয়সের জন্য রক্ষিত ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। উদাহরণস্বরূপঃ

ক) যদি কোন ব্যক্তির বয়স '০৭' বৎসর হয় তবে দশক স্থানীয় সংখ্যাটির জন্য উপরের ⓪ ডিম্বাকৃতি ঘরটিতে মার্কা দিন এবং একক স্থানীয় ঘরের সংখ্যাটির জন্য নীচের সারির ⑦ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

খ) যদি কোন ব্যক্তির বয়স "১৭" বৎসর হয় তাহলে দশক স্থানীয় সংখ্যাটির জন্য উপরের সারির ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং একক স্থানীয় সংখ্যাটির জন্য নীচের সারির ⑦ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। পরিশেষে খানার কোন সদস্যের সঠিক বয়স জানতে পারলে বয়সের ক্রমানুসারে বয়সের পার্থক্য যোগ-বিয়োগ করে অবশ্যই অন্যান্যদের বয়স যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন।

১৫। **খানা প্রধানের সহিত সম্পর্কঃ** সদস্যদের তালিকায় প্রথম নামটিই হবে খানা প্রধানের এবং তার জন্য খানা প্রধানের নীচে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। খানার অন্যান্য সদস্যদের জন্য জিজ্ঞাসা করুন "খানা প্রধানের সাথে--(ব্যক্তি) র সম্পর্ক কি? "সম্পর্ক যদি স্ত্রী বা স্বামী হয় তবে" স্ত্রী/স্বামীর" জন্য নির্ধারিত ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। উত্তর ছেলে বা মেয়ে হলে "সন্তানের" জন্য নির্ধারিত ② ডিম্বাকৃতি ঘরে এবং অন্যথায় ③ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। পিতা, মাতা, ভাই-বোন, চাচা, খালা, চাকর ইত্যাদি সকলের জন্য ④ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিতে হবে। খানাটি সম্পূর্ণভাবে আপনার পরিচিত হলে প্রশ্ন করে উত্তরদাতাকে বিব্রত না করে সঠিক উত্তরটি নিজেই লিখে ফেলুন।

১৬। **লিংগঃ** নাম হতে বুঝতে পারলে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা না করে নিজেই পুরন করুন। নাম থেকে লিংগ নির্ধারণ এর অসুবিধা হলে প্রশ্ন করুন - (ব্যক্তি) কি পুরুষ না মহিলা। পুরুষ হলে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে এবং মহিলা অথবা হিজরা হলে ② ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

১৭। **বৈবাহিক অবস্থাঃ** যদি বয়স ও সম্পর্ক থেকে বুঝা যায় যে কোন ব্যক্তি বিবাহিত, তাহলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। যদি বোঝা না যায় তাহলে প্রশ্ন করুন ".. .. .. (ব্যক্তি) কি কখনও বিবাহ করেছেন? উত্তর 'না' হলে অবিবাহিত এর নীচে ⑤ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং 'হাঁ' হলে পুনরায় প্রশ্ন করুন "তিনি কি বর্তমানে বিবাহিত?" 'হাঁ' হলে বিবাহিতের নীচে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং 'না' হলে মহিলাদের জন্য জিজ্ঞাসা করুন "তিনি কি

বিধবা?" এবং পুরুষদের জন্য জিজ্ঞাসা করুন "তিনি কি বিপত্নিক?" উত্তর 'হাঁ' হলে বিধবা / বিপত্নিক এর নীচে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং না হলে ② ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

১৮। **ধর্মঃ** নাম থেকে বুঝলে এ প্রশ্নটি না করে প্রযোজ্য ঘরে মার্কা দিন। তবে জানা না থাকলে উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করে সকলের ধর্ম জেনে প্রযোজ্য ঘরে মার্কা দিন। ধর্ম "ইসলাম" হলে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে, "হিন্দু" হলে ② ডিম্বাকৃতি ঘরে, "বৌদ্ধ" হলে ③ ডিম্বাকৃতি ঘরে, "খৃষ্ট" হলে ④ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা এবং অন্য কিছু হলে ⑤ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

১৯। **সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশঃ** আপনি সর্বোচ্চ কোন শ্রেণী পাশ করেছেন? পাশকৃত সর্বোচ্চ শ্রেণীর নাম এস,এস,সি হলে পাশের কোড অনুযায়ী ⑩ ডিম্বাকৃতি ঘরে, অষ্টম শ্রেণী হলে ⑧ ডিম্বাকৃতি ঘরে, কামেল হলে ⑯ ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন। সব সময় সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ করতে সরকারী নিয়মানুসারে যত বৎসর প্রয়োজন সেই সংখ্যা চিহ্নিত ঘরে মার্কা দেবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ কলেজের ডিগ্রীধারীদের জন্যও একই নিয়ম অনুসরণ করবেন।

২০। **পাশের ক্ষেত্রঃ** প্রাপ্ত ডিগ্রীর বিষয়ের বিবেচনায় পাশের ক্ষেত্র চারটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ-

①	সাধারণ-	স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে জেনারেল বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হলে প্রথম হতে নবম শ্রেণী / এস.এস.সি/বি.এ/বি.এস.সি/বি.কম/এম.এ/ এম.এস.সি/এম.কম ইত্যাদি।
②	ভোকেশনাল-	সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের পর যারা ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যেমন- টেলিভিশন, রেফ্রিজারেশন, টাইপিং ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
③	টেকনিক্যাল-	ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও কৃষিবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাধারী।
④	ধর্মীয়-	আলেম, ফাজেল, কামেল / টাইটেল ও অন্যান্য ধর্মে শিক্ষিত যেমন-পন্ডিত, পাদ্রী, আচার্য্য ইত্যাদি।

পূর্বের প্রশ্নের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ও প্রশিক্ষণ এর বিবেচনায় উপরের প্রযোজ্য শ্রেণীতে মার্কা দিন। নিরক্ষর লোকদের জন্য পাশের ক্ষেত্র প্রযোজ্য নয়।

২১। **শিক্ষালয়ে যান কি?** প্রশ্ন করুন "এ খানার সদস্যদের মধ্যে কে কে শিক্ষালয়ে যান?" উত্তরে যাদের নাম উল্লেখ করা হল তাদের জন্য ① ডিম্বাকৃতি ঘরে এবং অন্যদের জন্য ② ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

২২। **চিঠি লিখতে পারেন কি?** কোন ব্যক্তির লেখাপড়া সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে প্রযোজ্য ঘরে মার্কা দিন। অন্যথায় প্রশ্ন করুন " .. .. .. (ব্যক্তি) কি চিঠি লিখতে পারেন?" উত্তর 'হাঁ' হলে ① ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন এবং 'না' হলে ② ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

২৩। **প্রধান কাজের ক্ষেত্র ঃ** প্রত্যেকের জন্য এ তথ্যটি সংগ্রহ করতে হবে। কারো কারো একাধিক কাজও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতা যেটাকে প্রধান কাজ মনে করেন সেটাই লিপিবদ্ধ করুন। তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে গত মাসের অধিকাংশ সময় নিয়োজিত থাকার ভিত্তিতে কাজকে দু'টি প্রধান গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নয় এবং

(খ) অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়।

"অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় নয়" কে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছেঃ–

① কাজ করেন না – যারা কাজের উপযুক্ত হয়নি বা বৃদ্ধ, পেনশনভোগী, ছাত্র, অক্ষম এবং অনিচ্ছুক।

② কাজ খুঁজিতেছেন – যারা কাজ করেন না কিন্তু কাজ খুঁজছেন।

"অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়" কে ৯টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছেঃ–

৩	গৃহকর্ম–	যারা বাড়ীতে সংসারের কাজ–কর্ম ও ছেলে–মেয়ে দেখাশুনা করে। যে সমস্ত মহিলা গত মাসে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত কাজের বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন তাদের প্রধান কাজ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেখাতেহবে।
৪	কৃষি –	কৃষি, বন, পশুপালন, মৌমাঠি, রেশমগুটিপোকা এবং মৎস্য চাষের কাজে জড়িত।
৫	শিল্প –	শিল্প ও কারখানার কাজে জড়িত।
৬	পানি,/বিদ্যুৎ / গ্যাস	পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি কাজে জড়িত।
৭	নির্মাণ –	রাস্তা–ঘাট, বাড়ী–ঘর, পুল ইত্যাদি নির্মাণ কাজে জড়িত
৮	যানবাহন ও যোগাযোগ –	যান্ত্রিক / অযান্ত্রিক যানবাহন ও যোগাযোগ কাজে জড়িত।
৯	ব্যবসা –	ব্যবসা–বানিজ্যে জড়িত।
১০	সেবা –	নাপিত, ধোপা, উকিল, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রদান কাজে জড়িত।
১১	অন্যান্য	উল্লেখিত ১ হতে ১০ পর্যন্ত শ্রেণী বিভক্তি ছাড়া বাকি অন্যান্য কাজে জড়িত।

২৪। **কাজের মর্যাদাঃ** অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় লোকদেরকে কাজের আধিক্যের বিবেচনায় নিম্নের যে কোন একটি ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন ঃ–

২৩ নং প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২ কোডের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়।

১	নিয়োগ কর্তা –	প্রধানতঃ নিয়োগকর্তা,
২	বেতনভোগী –	যিনি কাজের বিনিময়ে মাসিক বেতন গ্রহণ করেন,

৩	স্বনিয়োজিত –	যিনি নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করেন,
৪	পারিবারিক সাহায্যকারী–	যিনি বিনা বেতনে পারিবারিক কাজে সাহায্য করেন,
৫	মজুর –	যিনি দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজ করেন।

২৫। **জাতীয়তা ঃ** জাতীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা থাকলে প্রশ্ন না করে নিজেই পূরণ করুন। কোন সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন করুন " .. .. .. (ব্যক্তি) কি বাংলাদেশী?" উত্তর বাংলাদেশী হলে ১ ঘরে এবং বিদেশী হলে ২ ঘরে মার্কা দিন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূণ অধ্যায়টি সমাপ্ত হল। এখন এ অধ্যায়ের উপর আপনাদের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব ... ... (কাউকে নির্দেশ করে) আপনি বলুন –

(ক) কোন সন্তানের বয়স ৩০ হলে মায়ের বয়স ৮০ হতে পারি কি?

(খ) কারো বয়স আগামীকাল ৪০ বৎসর পূর্ণ হলে তার বয়সের ঘরে কত লিখবেন?

(গ) যিনি বি,এ, ক্লাশে পড়েন তাঁর "সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ" এর জন্য কোন ঘর পূরণ করতে হবে?

(ঘ) কারো একাধিক কাজ হতে আয় হলে কোনটিকে প্রধান হিসেবে ধরবেন?

পঞ্চম অধ্যায়

টালিশিট পূরণ পদ্ধতি

প্রথম ধাপঃ শুমারী বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার টালি শিটটি দেখুন। টালি শিটের তিনটি অংশঃ–

উপরের অংশে গণনা এলাকার পরিচিতি। এতে জেলার নাম বরাবর খালি জায়গায় জেলার নাম লিখুন এবং কোড নং এর নীচে শুমারী প্যাকেটের প্রথম পৃষ্ঠা হতে জিও কোড লিখুন। একইভাবে উপজেলার নাম ও জিও কোড লিখুন। পরের লাইনে পল্লী এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নাম ও পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ডের নম্বর লিখুন এবং শুমারী প্যাকেট হতে জিও কোড লিখুন। একইভাবে পরের লাইনে পল্লী এলাকার জন্য মৌজার নাম এবং পৌর এলাকার জন্য মহল্লার নাম এবং প্যাকেট হতে জিও কোড লিখুন। পরের লাইনে শুধু পল্লী এলাকার জন্য গ্রামের নাম ও কোড লিখুন। পরিশেষে পল্লী এলাকার জন্য (১) ডিম্বাকৃতি ঘরে, পৌর এলাকার জন্য (২) ডিম্বাকৃতি ঘরে, অন্যান্য শহর এলাকার জন্য (৩) ডিম্বাকৃতি ঘরে এবং পৌরসভার সাথে সংযুক্ত শহর এলাকার জন্য (৪) ডিম্বাকৃতি ঘরে মার্কা দিন।

মধ্যের অংশে প্রশ্নপত্রের ৩নং প্রশ্নের (১) ডিম্বাকৃতি ঘরে "সাধারণ" খানা হিসেবে চিহ্নিত খানার সংখ্যা গুণে মোট সংখ্যা তিন অংকে কোড নং এর নীচে লিপিবদ্ধ করুন। একইভাবে ৩নং প্রশ্নের (২) ডিম্বাকৃতি ঘরে "প্রাতিষ্ঠানিক" খানা হিসেবে চিহ্নিত খানার সংখ্যা গুণে কোড নং এর নীচে লিপিবদ্ধ করুন এবং একই প্রশ্নের (৩) ডিম্বাকৃতি ঘরে "অন্যান্য খানার" সংখ্যা গুণে অন্যান্য খানার মোট সংখ্যা লিপিবদ্ধ করুন। গণনা বইয়ের প্রত্যেকটি পাতার ১৬ নং প্রশ্নের লিংগের বিপরীতে (১) চিহ্নিত ঘর যোগ করে "পুরুষের সংখ্যা" এবং (২) চিহ্নিত ঘর যোগ করে "মহিলার সংখ্যা" কোড নং এর নীচে লিপিবদ্ধ করুন। প্রশ্নপত্রের ২২নং প্রশ্নের "চিঠি লিখতে পারেন কি?" প্রশ্নের "হ্যাঁ" চিহ্নিত ঘরের সংখ্যা গুণে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা প্রযোজ্য ঘরে লিপিবদ্ধ করুন। একইভাবে প্রথম প্রশ্নের ঠিকানার নীচে "ভাসমান লোক কি?" প্রশ্ন বরাবর "হ্যাঁ" চিহ্নিত ঘরে মার্কা দেয়া থাকলে ব্যক্তি মডিউলে লোকসংখ্যা গুণে এই ঘর পূরণ করুন।

অতঃপর উপর ও মধ্যাংশের প্রযোজ্য ডিম্বাকৃতি ঘরে ঘন ও কালো মার্কা দিন।

নীচের অংশে "গণনাকারীগণ গণনাকারীর নাম ও স্বাক্ষর, গণনাকারীর নম্বর, শুমারী বই প্রাপ্তির তারিখ এবং সুপারভাইজারগণ সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর, সুপারভাইজারের নম্বর ও গণনা বই জোনাল অফিসারের নিকট হস্তান্তরের তারিখ লিপিবদ্ধ করবেন। পরিশেষে জোনাল অফিসারগণ জোনাল অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর, জোন নং এবং শুমারী বই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানোর তারিখ লিপিবদ্ধ করবেন।

প্রতিটি শুমারী বইয়ের সাথে দুই কপি টালিশিট আছে। প্রথম শিটটি পূরণ করার পর টালিশিটের দ্বিতীয় কপিটি অবিকল নকল করুন।

আমার পক্ষ থেকে ক্লাশে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হল। কোন সন্দেহ থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করুন। (সকল প্রশ্নের উত্তর সরল ও সহজবোধ্য স্থানীয় ভাষায় প্রদান করুন)।

এখন থেকে আধা ঘন্টা
বিরতি

আমরা ঠিক ৩টার সময় সরেজমিনে প্রশ্নপত্র পূরণের জন্য সংক্ষিপ্ত ফিল্ড ট্রিপে যাব।

"আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ"

দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ সূচী

১। পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা;
২। মক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান;
৩। গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের সময় ফরম-৬, জোনাল অফিসার ও উপজেলা শুমারী সমন্বয়কারীদের প্রশিক্ষণের সময় ফরম ৬, ৭ ও ৮ এবং ডিসিসিদের প্রশিক্ষণের সময় ফরম ৬, ৭, ৮ ও ৯ এর পূরণ পদ্ধতি আলোচনা;
৪। শুমারী মালামাল বিতরণ;
৫। সুপারভাইজার কর্তৃক গণনাকারীগণকে সরেজমিনে ম্যাপের সাহায্যে গণনা এলাকার সীমানা দেখানো এবং ভাসমান লোকদের অবস্থান চিহ্নিত করা।

পরিশিষ্ট–ক

স্মরণীয় ঘটনা

ক্রমিক নং		তারিখ
১।	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ	১৯১৪
২।	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি	১৯১৮
৩।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ	১৯৩৯
৪।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি	১৯৪৫
৫।	বাংলার দূর্ভিক্ষ	১৯৪৩–১৯৪৪
৬।	ভারত বিভক্তি (পাকিস্তানের জন্ম)	আগষ্ট ১৪, ১৯৪৭
৭।	শহীদ দিবস	ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৫২
৮।	পাকিস্তান আমলে প্রথম বড় বন্যা	১৯৫৪
৯।	আয়ুব খাঁন কর্তৃক সামরিক আইন জারী	অক্টোবর, ১৯৫৮
১০।	পাকিস্তানের দ্বিতীয় আদমশুমারী	১৯৬১
১১।	প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়	নভেম্বর ১২, ১৯৭০
১২।	পাক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু	মার্চ ২৫, ১৯৭১
১৩।	পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ/বিজয় দিবস	ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১
১৪।	পাকিস্তান হতে মুক্তি লাভের পর বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন	জানুয়ারী ১০, ১৯৭২
১৫।	স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন	মার্চ, ১৯৭৩
১৬।	বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী	ফেব্রুয়ারী ১০–২৮, ১৯৭৪
১৭।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু দিবস	আগষ্ট ১৫, ১৯৭৫
১৮।	বাংলাদেশের দ্বিতীয় আদমশুমারী	মার্চ (৬–৮), ১৯৮১
১৯।	প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু	মে ৩০, ১৯৮১
২০।	প্রলয়ংকারী বন্যা	সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

এগুলো স্মরনীয় ঘটনা। প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষণ ক্লাশে আরও স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উক্ত তালিকায় সংযোজন করুন।

পরিশিষ্ট–খ

বাংলা মাস হ'তে ইংরেজী মাসে রূপান্তর

বাংলা মাস	ইংরেজী মাস ও তারিখ				
বৈশাখ	এপ্রিল	(১৫–৩০)	–	মে	(১–১৫)
জ্যৈষ্ঠ	মে	(১৬–৩১)	–	জুন	(১–১৫)
আষাঢ়	জুন	(১৬–৩০)	–	জুলাই	(১–১৬)
শ্রাবণ	জুলাই	(১৭–৩১)	–	আগষ্ট	(১–১৬)
ভাদ্র	আগষ্ট	(১৭–৩১)	–	সেপ্টেম্বর	(১–১৬)
আশ্বিন	সেপ্টেম্বর	(১৭–৩০)	–	অক্টোবর	(১–১৬)
কার্তিক	অক্টোবর	(১৭–৩১)	–	নভেম্বর	(১–১৫)
অগ্রহায়ণ	নভেম্বর	(১৬–৩০)	–	ডিসেম্বর	(১–১৫)
পৌষ	ডিসেম্বর	(১৬–৩১)	–	জানুয়ারী	(১–১৪)
মাঘ	জানুয়ারী	(১৫–৩১)	–	ফেব্রুয়ারী	(১–১৩)
ফাল্গুন	ফেব্রুয়ারী	(১৪–২৮)	–	মার্চ	(১–১৫)
চৈত্র	মার্চ	(১৬–৩১)	–	এপ্রিল	(১–১৪)

ইংরেজী হ'তে বাংলা মাসে রূপান্তর

ইংরেজী মাস	বাংলা মাস ও তারিখ				
জানুয়ারী	পৌষ	(১৭–৩০)	–	মাঘ	(১–১৭)
ফেব্রুয়ারী	মাঘ	(১৮–৩০)	–	ফাল্গুন	(১–১৫)
মার্চ	ফাল্গুন	(১৬–৩০)	–	চৈত্র	(১–১৬)
এপ্রিল	চৈত্র	(১৭–৩০)	–	বৈশাখ	(১–১৬)
মে	বৈশাখ	(১৭–৩১)	–	জ্যৈষ্ঠ	(১–১৬)
জুন	জ্যৈষ্ঠ	(১৭–৩১)	–	আষাঢ়	(১–১৫)
জুলাই	আষাঢ়	(১৬–৩১)	–	শ্রাবণ	(১–১৫)
আগষ্ট	শ্রাবণ	(১৬–৩১)	–	ভাদ্র	(১–১৫)
সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	(১৬–৩১)	–	আশ্বিন	(১–১৪)
অক্টোবর	আশ্বিন	(১৫–৩১)	–	কার্তিক	(১–১৫)
নভেম্বর	কার্তিক	(১৬–৩০)	–	অগ্রহায়ণ	(১–১৫)
ডিসেম্বর	অগ্রহায়ণ	(১৬–৩০)	–	পৌষ	(১–১৬)